দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...... 6 APR 2009 ..
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৩ ......

ইনকিলাব : কওমী মাদ্রাসাকে জঙ্গীবাদ বানানোর প্রতিবাদে ডিআরইউ ভিআইপি লাউঞ্জে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (কওমী) মাদ্রাসা বোর্ড আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার

# কওমী মাদ্রাসাগুলোকে হয়রানি ও শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্তের ষড়যন্ত্র মেনে নেয়া হবে না
## —কওমী মাদ্রাসা বোর্ড

**স্টাফ রিপোর্টার**

কওমী মাদ্রাসা ও আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে বিষোদগার, কওমী মাদ্রাসাগুলোকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করার মানসে কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণকে কোনভাবেই এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ মেনে নেবে না। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা নস্যাতের উদ্দেশ্যে যে কোনরকম ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা ধর্মপ্রাণ জনগণ প্রতিহত করবে। কওমী মাদ্রাসাকে জঙ্গী বানানোর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির ভিআইপি হল রুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের সহ-সভাপতি মাওলানা পৃঃ ১২ কঃ ২

# কওমী মাদ্রাসা বোর্ড

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

আশরাফ আলী, বোর্ডের মহাসচিব মাও. আবদুল জব্বার, সহ-সভাপতি মাও. নূর হোসাইন কাসেমী, যুগ্ম মহাসচিব মুফতী মাহফুজুল হক ও কোষাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ এবং ওলামায়ে কেরাম। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় কওমী মাদ্রাসা ও কওমী শিক্ষা ধারা কোন ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাধারা নয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কওমী মাদ্রাসা এ দেশের ধর্মীয় শিক্ষার অঙ্গনে এক ঐতিহ্যবাহী ধারা। ন্যূনতম পক্ষে ৩০ হাজার মক্তব ও প্রায় ১৫ হাজার কওমী মাদ্রাসা এদেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মানুষের দ্বীন ও ঈমান হিফাজতের নজিরবিহীন খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। মসজিদে নববীতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের প্রথম শিক্ষাগার আসহাবে সুফফার আদর্শে বিশ্ব বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা কারিকুলাম অনুসরণ করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গড়ে উঠেছে কওমী মাদ্রাসা। ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রীয় অনীহা ও ঔদাসীন্যতা লক্ষ্য করে এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের নিজেদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেছে এসব প্রতিষ্ঠান।

দীর্ঘ প্রায় ১৫০ বৎসরের ঐতিহ্যবাহী আদর্শের কেতনধারী এই শিক্ষাধারা আদর্শ মানুষ তৈরীর কারখানা হিসাবে এ সকল দেশের সকলের নিকট আস্থা ও সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে পীর, অলি-আওলিয়া, মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দ্বীন তৈরী হয়ে থাকেন, যাদের সান্নিধ্য লাভ করে হাজারো মানুষ অন্ধকারের জীবন থেকে ফিরে এসে আদর্শ মানুষে পরিণত হয়। কওমী অঙ্গনের আলেম ওলামাই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং যে কোন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মোকাবেলায় তাদের অগ্রণী ভূমিকা দিবকরের ন্যায় সুস্পষ্ট। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এরাই দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

ইসলাম বিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদীরা হয়ত এতদিনে অনুভব করতে পেরেছে যে, এ ধরার উলামায়ে কেরাম যত দিন এই দেশে টিকে থাকবে, আর যত দিন কওমী মাদ্রাসা টিকে থাকবে, ততদিন এ দেশে তারা শিকড় গাড়তে পারবে না। তাছাড়া দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ তাদের সঙ্গে থাকার কারণে তারা বাতিলের যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

তাই, আলেম-উলামা ও কওমী মাদ্রাসাগুলোকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রের নতুন মিশন নিয়ে বর্তমানে তারা ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, মৌলবাদী, ফতওয়াবাজ ইত্যাদি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে তারা দীর্ঘ প্রায় এক দশক যাবৎ আলেম-ওলামাদের হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে এরা ব্যর্থই হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ধর্মের নামে কিছু অজ্ঞাত ঘরানার ব্যক্ত বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এরা দেশে ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই গোত্র পরিচয়হীন ঐ সকল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এহেন সন্ত্রাসী কার্যক্রমের দায়ভার বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকাসহ আমাদের দেশেরও কতিপয় টিভি চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যম যেন জোর করেই কওমী মাদ্রাসার উপর জঙ্গীবাদ চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। অথচ কওমী মাদ্রাসার সাথে জড়িত কোন আলেমকেই কোন সন্ত্রাসী ও জঙ্গী তৎপরতার সাথে জড়িত বলে প্রমাণ করা যায়নি।

ভিডাবদের খপ্পরে পড়ে দলছুট দু'একজন কওমী মাদ্রাসার নাম লেখানো ছাত্র, যারা ঝরে পড়েছে, এ ধরনের দু'একজন বিভ্রান্ত জঙ্গীবাদ হলেও হতে পারে, কিন্তু সেটা কোন কালেও কওমী মাদ্রাসার আদর্শ ছিল না এবং এখনও নয়।

গ্রীন ক্রিসেন্ট নামে ভোলার একটি এনজিও অফিসে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকাসহ দেশের কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যম যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে মাদরাসাগুলোর বিরুদ্ধে যে ভাষায় ও যে মাত্রায় বিষোদগার হয়েছে যোগাযোগমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন ব্যক্তিদের মুখ থেকে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আলেম-ওলামা দীর্ঘ সময় নীরবে সব কিছুই সহ্য করেছে এবং আল্লাহর দিকে চেয়ে সবর করেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক দেশীয় দালাল শ্রেণীর লাগামহীন স্পর্ধা ক্রমে ক্রমে সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। দ্বীনের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ এসব ওলামায়ে কেরাম ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অহেতুক মিথ্যাচার করে নিজেদের পরিণামকে অকল্যাণের পথে ঠেলে দেওয়া অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিষোদগার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কওমী মাদ্রাসাগুলোকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে এবং তার শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করার মানসে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ অবশ্যই তা মেনে নেবে না। পরামর্শে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা নস্যাতের উদ্দেশ্যে যে কোন ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ অবশ্যই প্রতিহত করবে।